স্বাধীনতা সংগ্রাম, সমাজ পুনর্গঠনে গান্ধীবাদী সংস্থা

*প্রতীক ঘোষ**

ধনী ও মুষ্টিমেয় লোকের প্রভুত্ব ও প্রভাবের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংগ্রাম যুগব্যাপী। ইতিহাসের প্রতিছত্রে তা লেখা। বাইরের বা অপরের প্রাধান্যকে খর্ব করে স্বাধিকার তথা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবার যে চেষ্টা তারই নাম জীবন সংগ্রাম। বর্তমান যুগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষের সমাজ আজ ক্রমশঃ ভঙ্গুর। প্রকৃতির সম্পদ নানারকমের মালিকানা দলিলের বলে ধনী তথা মুষ্টিমেয় লোকের কারায়ত্ত হয়েছে। এই ব্যবস্থা অনেকক্ষেত্রে জনগণের স্বাধিকার ও স্বাধীনতার পরিপন্থী। একে পরিবর্তন করে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য যে সংঘবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট চেষ্টা তাকেই বলে গণজাগরণ। মানুষকে স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রেখে মানবীয় সম্পর্ক বিশিষ্ট সহযোগী সমাজ-ব্যবস্থা রচনা করতে সমাজবাদ, সাম্যবাদ বা প্রচলিত গণতন্ত্র একেবারে বিফল হয়েছে। কারণ আর্থিক ও রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানগুলি উপরোক্ত ব্যবস্থায় এত বিশালাকার হয়ে পড়ে যার ফলে মানুষে মানুষে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং জনতার সমুদ্রে মানুষ ব্যক্তিসত্তা হারিয়ে ফেলে। তাই বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এ প্রশ্নই স্বাভাবিকভাবে উত্থিত হয় যে কিভাবে জনসাধারণ তার আপন চেষ্টা তথা অভিযানের মধ্য দিয়ে পুনরায় স্বাধিকার এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে? গণজাগরণই সেই বৈপ্লবিক রূপান্তর আনতে পারে। গণতান্ত্রিক পথে এই রূপান্তর আসতে পারে কিনা, তা নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। আর সেই মতভেদকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে নানাপ্রকার মতবাদ। জনগণ যেখানে প্রভূত পরিমাণে সচেতন নয়, সেখানে গণতন্ত্র সফল হবে কেমন করে, তাই হল প্রধান প্রশ্ন। তাই এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে জনগণের ভবিষ্যত সচেতনতার জন্য প্রয়োজন বিকল্প কোন ভাবনা। মানুষের ইতিহাস থেকেই খুঁজে বার করতে হবে সেই বিকল্প পদ্ধতি, যার পুনঃপ্রয়োগে মানুষ হয়তো একদিন খুঁজে পাবে তার জীবন সংগ্রামের সঠিক উপায়।

মহাত্মা গান্ধী একটি নতুন পথ জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছিলেন। তাঁর আদর্শ ছিল আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে সমবেত চেষ্টার দ্বারা শোষণহীন অহিংস সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। সে সমাজের রাষ্ট্রীয় কাঠামো কেমন হবে, ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কেমন থাকবে, এ সকল বিষয় তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করে জনগণের জন্য এক নতুন আলোক বর্তিকা রেখে গিয়েছেন। দৈনন্দিন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে গণজীবন স্পন্দিত হয় বেশী, যা সুখ-দুঃখের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত, সর্ব্বোপরি সর্বজন ইচ্ছা করলে যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে, সেই কর্মধারাই সার্থক গণসংযোগ সফল করে তুলতে পারে। গঠনমূলক বা রচনাত্মক কর্মের উপযোগিতা সেদিক দিয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। গঠনকর্ম গান্ধী প্রতিভার এক অদ্বিতীয় নিদর্শন। বর্তমান সমাজকে তাঁর বাঞ্ছিত লক্ষ্য সর্বোদয় সমাজের অভিমুখে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে

---

*অধিকর্তা - সম্পাদক, গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়, বারাকপুর

মূল্যবোধের যে কোন কাজকেই তিনি গঠনকর্ম আখ্যা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাই গান্ধীজীর গঠনকর্ম আপাত দৃষ্টিতে জনসাধারণের সেবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হলেও এর মূল লক্ষ্য ছিল সমাজ পরিবর্তন।

স্বদেশ ও স্বরাজকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধী প্রথমে আফ্রিকায় ও পরে ভারতবর্ষে আশ্রম বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন যেখানে তাঁর নেতৃত্বে মানবিক মূল্যবোধগুলির ওপর ভিত্তি করে সমাজের নানা স্তর থেকে আসা স্বাধীনতাকাঙ্খী ও সংগ্রামী মানুষ তাঁদের পরিবার-পরিজনকে নিয়ে সম অংশীদারত্বে স্বনির্ভর, স্বাবলম্বী ও সহযোগী জীবনযাত্রার পরীক্ষা-নিরিক্ষা করেছিলেন যা স্বাধীনতার পূর্বে ভারতবর্ষে মানবিক জীবনযাত্রার ভিত্তভূমি রচনা করেছিল।

মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণায়, একই আদর্শে, তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু এইরকম প্রতিষ্ঠান বা আশ্রম গড়ে উঠেছিল যার মধ্যে অন্যতম ছিল -

- খাদি প্রতিষ্ঠান (সোদপুর), উত্তর চব্বিশ পরগণা
- অভয় আশ্রম, কুমিল্লা
- খাদি মন্ডল (আরামবাগ), হুগলী
- খাদি মন্দির (ডায়মন্ড হারবার), দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা
- বিদ্যাশ্রম (বিক্রমপুর, বানারি), ঢাকা
- শিল্পাশ্রম (তেলকল পাড়া), পুরুলিয়া
- আলোক কেন্দ্র (ডেবরা), মেদিনীপুর
- শিক্ষাসাগর (বোলপুর), বীরভূম
- সত্যাশ্রম (বাহেড়ক), ঢাকা

তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় স্বাধীনতা আন্দোলন বা সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংঘটিত করার সঙ্গে সঙ্গে স্বনির্ভর সমাজ গড়ার কাজে এই প্রতিষ্ঠানগুলির অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে মানুষের মনে স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য ত্যাগ ও দুঃখবরণের যে মনোভাব ছিল, স্বাধীনোত্তর কালে ফলপ্রাপ্তির লোভ বর্তমানে মানুষের মনকে শোচনীয়ভাবে বিভ্রান্ত করেছে। প্রধানতঃ এই কারণেই গঠনকর্ম ও গঠনমনোবৃত্তি আজ শিথিল হয়ে গেছে, যার ফলে গান্ধী অনুসারী এই গঠনমূলক কর্মসংস্থাগুলি আজ কেবল অতীতের স্বাক্ষীমাত্রই হয়ে আছে। একসময় দেশবাসীর চোখে এই সংস্থাগুলির যে মর্যাদা ছিল, বর্তমানে তা প্রায় সম্পূর্ণই বিলীন। এই রকম প্রতিষ্ঠানের কাজের সঠিক মূল্যায়ণ আজ পর্যন্ত অবহেলিত। কিন্তু বর্তমানে, সর্বক্ষেত্রে নিরাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে এই রকম প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা হয়ত কোন আশার আলো বয়ে আনতে পারে। বহু ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও অবদানের স্বাক্ষী বহনকারী এই প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমানে খুবই উপেক্ষিত অবস্থায় আছে। উক্ত কাজের মাধ্যমে এদের পূর্ব গরিমা হয়ত ফিরিয়ে আনা যাবে না, কিন্তু প্রাক্-স্বাধীনতার যুগে এদের কর্মকান্ডের বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে যতটা এদের কার্যক্রমকে পুনরুজ্জীবিত করা যায় ততটাই সামাজিকভাবে কল্যাণকর হবে।

এই পরীক্ষামূলক কর্মসূচী শুরু করতে গেলে প্রথমেই মনোনিবেশ করতে হবে স্বাধীনতার পূর্বে (১৯২০ থেকে ১৯৪৭) অবিভক্ত বাংলায় প্রতিষ্ঠিত গান্ধী অনুসারী প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে। মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় তৎকালীন বাংলার বিভিন্ন স্থানে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান বা আশ্রম গড়ে উঠেছিল। পূর্ব ভারতে অহিংস স্বাধীনতা আন্দোলন সংঘটিত করার সঙ্গে সঙ্গে স্বনির্ভর সমাজ গড়ার কাজে এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মকান্ডই উক্ত প্রকল্পের প্রধান বিষয়। প্রকল্পটিতে বিবেচ্য এইরকম কিছু গান্ধী অনুসারী প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে আলোচনা করা হল -

- **খাদি প্রতিষ্ঠান, উত্তর চব্বিশ পরগণা -**

  মহাত্মা গান্ধী আকাঙ্খিত বিজ্ঞানী, জ্ঞানযোগী ও কর্মবীর ডঃ সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ এবং তাঁরই নেতৃত্বে ও সুদক্ষ পরিচালনায় একদিকে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও অন্যদিকে স্বনির্ভর, স্বাবলম্বী সমাজ গঠন ও তার উপযোগী মানুষ গড়ার লক্ষ্যে এক বৃহৎ কর্মযজ্ঞ ১৯২৫ সাল থেকে এখানে শুরু হয়[১]।

- **অভয় আশ্রম**

  তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় গ্রাম পুনর্গঠনের জন্য অভয় আশ্রম ছিল একটি অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান। মহাত্মা গান্ধীর সান্নিধ্যে আসার পূর্বেই আদর্শ স্বদেশ গড়ার কাজে নিজেদের আদর্শের উপর ভর করে মহান কর্মকান্ডে নিযুক্ত হয়েছিলেন তৎকালীন বাংলার বেশ কয়েকজন তরুণ স্বদেশপ্রেমী। ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, অন্নদা প্রসাদ চৌধুরী ও ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসুর দীর্ঘ সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই অভয় আশ্রম। এই আশ্রমের নেতৃবর্গ তাঁদের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে নবজাগরণের ঐতিহ্য এবং নতুন চিন্তা ও গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মকান্ডের মধ্যে এক চিন্তাশক্তি স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলেন[২]।

- **খাদি মন্ডল, হুগলী -**

  আরামবাগের গান্ধী বলে পরিচিত প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের প্রচেষ্টায় হুগলীর আরামবাগে প্রতিষ্ঠিত হয় খাদি মন্ডল। তৎকালীন বাংলার খাদি আন্দোলনে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দূরীকরণে সেই সময় এই প্রতিষ্ঠানটি দৃষ্টান্তমূলক সফলতা অর্জন করেছিল[৩]।

---

[১] মুন্সী, সুপ্রিয় (২০০০). *স্বদেশ গড়ার কর্মশালা : সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান*, জনতার নয়া সমাচার, বারাকপুর, পৃ: ৭-৮.

[২] Prayer, Mario (2001). The *Gandhians of Bengal. Nationalism, Social Reconstruction and Cultural Orientations 1920-1942*. Istituti Editoriali Poligrafici Internazionali, Pisa. Roma. p. 233.

[৩] Prayer, Mario (2001). *The Gandhians of Bengal. Nationalism, Social Reconstruction and Cultural Orientations 1920-1942*. Istituti Editoriali Poligrafici Internazionali, Pisa. Roma. pp. 282-284

- **খাদি মন্দির, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা -**

১৯২০ সালের সূচনাকালে বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ডায়মন্ড হারবারে চারুচন্দ্র ভান্ডারীর প্রচেষ্টায় সূচনা হয় খাদি মন্দিরের। বাংলার অসহযোগ আন্দোলনের সময় চারুচন্দ্র ভান্ডারী তাঁর আইন অনুশীলন পরিত্যাগ করে সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্তের বস্ত্র স্বাবলম্বন প্রক্রিয়ায় যোগ দেন এবং বিস্তৃর্ণ বেশ কিছু গ্রামাঞ্চলে খাদি মন্দিরের শাখা বিস্তার করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তী সময়ে সর্বভারতীয় গ্রামীন-শিল্প সংস্থার স্বীকৃতি লাভ করে[৪]।

- **শিল্পাশ্রম, পুরুলিয়া -**

১৯২১ সালে গান্ধীজীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করায় নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত কারারুদ্ধ হন। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর অপর একজন অসহযোগ আন্দোলনকারী অতুল চন্দ্র ঘোষের সঙ্গে যৌথ প্রয়াসে পুরুলিয়ার তেলকল পাড়ায় গড়ে তোলেন শিল্পাশ্রম, যার মূল লক্ষ্য ছিল আশ্রমবাসীর মত জীবনধারণ করে গ্রামীন কুটীর শিল্পের প্রভুত উন্নতি সাধন করা। গড়ে ওঠার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মানভূম অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অন্যতম পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল এই শিল্পাশ্রম[৫]।

- **আলোক কেন্দ্র (ডেবরা), মেদিনীপুর -**

মেদিনীপুর জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত ডেবরা থানায় ১৯২১ সাল থেকে গান্ধীজীর নের্তৃত্বে কংগ্রেসের যে আন্দোলন চলেছিল, তাতে কয়েকজন স্থানীয় তরুণ কর্মী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী নির্দেশিত গঠনমূলক কার্য্যও চালাতে থাকেন। চরকা, অস্পৃশ্যতা বর্জন, হরিজন উন্নয়ন, মাদক বর্জন, বয়স্ক শিক্ষা, বিরোধ মীমাংসা, হোমিও চিকিৎসা, প্রভৃতি গঠনমূলক কাজ চলতে থাকে নগেন্দ্র নাথ সেন, চন্দ্রকান্ত গড়াই, প্রমদা কান্ত চক্রবর্তী, ননীবালা মাইতি, প্রমুখ কর্মীগণের নের্তৃত্বে। এঁদেরই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মেদিনীপুর জেলার ডেবরায় গড়ে ওঠে আলোক কেন্দ্র, তৎকালীন বাংলার সমাজ পুনর্গঠনে ও স্বাধীনতা আন্দোলনে যার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম[৬]।

---

[৪]Prayer, Mario (2001). *The Gandhians of Bengal. Nationalism, Social Reconstruction and Cultural Orientations 1920-1942*. Istituti Editoriali Poligrafici Internazionali, Pisa. Roma. p. 284.

[5] http://purulia.gov.in/distAdmin/departments/dico/famous_person.html

[৬] গান্ধী সংগ্রহালয়, বারাকপুর - এ ০১/০৮/১৯৬৯ তারিখে আলোক কেন্দ্র-এর অধ্যক্ষ শ্রী নগেন্দ্র নাথ সেন কর্তৃক রচিত ও প্রেরিত আলোক কেন্দ্র বিষয়ক রচনা.

- **শিক্ষাসাগর, বীরভূম -**

১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় বীরভূমের অন্তর্গত বোলপুর শহরে খাদি-সংঘ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ১৯২০ সালে ভারতবর্ষে যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়, তখন গান্ধীজী ব্যাপকভাবে চরকা প্রচলনের কথা বলেন। গান্ধীজীর এই মহান ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতেই প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী নির্মল কুমার বসু সহ বেশ কয়েকজন নেতৃবর্গের প্রচেষ্টায় এই খাদি-সংঘেই গড়ে তোলা হয় শিক্ষাসাগর। অল্প দিনের চেষ্টাতেই এই প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত কিছু অর্থের সাহায্যে বোলপুরেই চরকা এবং টাকু তৈরী, সুতো কাটা, বোনা, প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারের যথাযোগ্য ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রথম দুই বছর অপরিসীম কর্মকান্ডের পর এই প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন কর্মীদের কারারুদ্ধ করা হয় এবং এর ফলে খাদির কাজও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। নেতৃবর্গের অনুপস্থিতে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে কর্মতৎপরতা ক্রমশঃ অবলুপ্ত হয় এবং তৎকালীন বৃটিশ সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে অসংবিধানিক বলে ঘোষণা করে সমস্ত চরকা, সুতো ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি বাজেয়াপ্ত করে প্রতিষ্ঠানটিকে বন্ধ করে দেয়। স্বাধীনতার পূর্বে গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মসূচীর প্রয়াসে এই প্রতিষ্ঠানটির অসীম অবদান ছিল অনস্বীকার্য[৭]।

- **বিদ্যাশ্রম, ঢাকা -**

বাংলার প্রবীন গঠনকর্মী ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার বানারী গ্রামে প্রথম বিদ্যাশ্রম স্থাপন করেন। গঠনকর্মের সঙ্গে সঙ্গে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনও বিদ্যাশ্রম কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং এর কর্মীরাও ফলস্বরূপ নির্যাতন ও কারাবরণাদি যথাভাগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন [৮]।

- **সত্যাশ্রম, ঢাকা -**

১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বাহেড়কে জীতেন্দ্র নাথ কুশারীর প্রচেষ্টায় সিদ্ধেশরী জাতীয় বিদ্যালয়ের একটি অংশে গড়ে ওঠে সত্যাশ্রম[৯]। চরকার প্রচলনকে বহুল পরিমাণে জনপ্রিয় করে তোলার পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে গান্ধীজীর ভাবনার আবেদন জনমানসে প্রচার করাই ছিল এই আশ্রমের মূল লক্ষ্য[১০]।

---

[৭] গান্ধী সংগ্রহালয়, বারাকপুর - এ ০২/০৮/১৯৬৯ তারিখে শ্রী শশধর চৌধুরী কর্তৃক রচিত ও প্রেরিত শিক্ষাসাগর বিষয়ক রচনা.

[৮] গান্ধী সংগ্রহালয়, বারাকপুর - এ ০২/০৮/১৯৬৯ তারিখে বিদ্যাশ্রম-এর সভাপতি শ্রী রাখালচন্দ্র দে কর্তৃক রচিত ও প্রেরিত বিদ্যাশ্রম বিষয়ক রচনা .

[৯] Prayer, Mario (2001). *The Gandhians of Bengal. Nationalism, Social Reconstruction and Cultural Orientations 1920-1942*. Istituti Editoriali Poligrafici Internazionali, Pisa. Roma. pp. 277-279.

[১০] কুশারী, জীতেন্দ্রনাথ (১৯৫৭). *গান্ধীজী স্মরণে,* অধ্যয়ণ, কলকাতা. পৃ: ২-৫.

স্বাধীনতার প্রাক্কালে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় গান্ধী অনুসারী এই প্রতিষ্ঠানগুলির সম্ভাবনা ছিল খুব বেশী। স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভূমিকার পাশাপাশি চরকা, খাদি, গ্রাম ও কুটির শিল্প চর্চার মাধ্যমে সামাজিক পুনর্গঠনে সহায়ক বহু উপার্জনকারী কাজও প্রতিষ্ঠানগুলি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। অবিভক্ত বাংলার নবজাগরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণকারী এই প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায় অবস্থায় অত্যন্ত উপেক্ষিত। তাই বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই ধরণের সংগঠনগুলির পুনর্মূল্যায়ণ বিশেষভাবে প্রয়োজন। প্রস্তাবিত প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া এরূপ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সমগ্র বাংলা জুড়ে নতুন সমাজ গঠনের নিরলস প্রচেষ্টার বিস্তারিত বিবরণ যেমন জনসম্মুখে উন্মোচন করা সম্ভব হবে, তেমনি অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে গান্ধী চিন্তার এই মহান রূপ কিভাবে তার প্রভাব বিস্তার করেছিল, তারও একটি সুস্পষ্ট চিত্র প্রতিভাত হয়ে উঠবে। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে গড়ে ওঠা গান্ধী অনুসারী এই প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মকান্ডের বিশ্লেষন ও সমগ্র বাংলা জুড়ে এই ধরণের গঠনমূলক কর্মের ভৌগলিক বিস্তার সম্বন্ধে লব্ধ জ্ঞান অবশ্যই ইতিহাসের পাতা থেকে নিশ্চহ্ন হয়ে যাওয়া একটি অধ্যায়কে পুনরুজ্জীবিত করবে এবং পরবর্তী সময়ে গবেষকদেরও এই ধরণের কাজে অগ্রসর হবার জন্য অনুপ্রাণিত করবে যা বাংলা তথা সমগ্র দেশের পক্ষেই সামাজিকভাবে কল্যাণকর হবে।

গ্রন্থপঞ্জী :

বাংলা :

- কুশারী, জীতেন্দ্রনাথ (১৯৫৭). *গান্ধীজী স্মরণে,* অধ্যয়ণ, কলকাতা. পৃ: ২-৫।
- চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ (সম্পাদনা) (১৯৬৯). *গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালী,* গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা।
- বসু, নির্মল কুমার (১৯৬৯). *গান্ধীজী কি চান.* মেরিট পাবলিশার্স, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ চন্দ্র (১৯২৬). *অভয় আশ্রম শিক্ষায়তন,* কুমিল্লা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশকুমার (১৯৬৯). *গান্ধীজীর গঠনকর্ম,* মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।
- মুন্সী, সুপ্রিয় (২০০০). *স্বদেশ গড়ার কর্মশালা : সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান,* জনতার নয়া সমাচার, বারাকপুর, পৃ: ৭-৮।
- রায়, ডঃ প্রীতিমাধব (২০০৭). কর্মযোগী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, সতীশচন্দ্র মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, হুগলী।

প্রাথমিক তথ্য:

- গান্ধী সংগ্রহালয়, বারাকপুর-এ ০১/০৮/১৯৬৯ তারিখে আলোক কেন্দ্র-এর অধ্যক্ষ শ্রী নগেন্দ্র নাথ সেন কর্তৃক রচিত ও প্রেরিত আলোক কেন্দ্র বিষয়ক রচনা।
- গান্ধী সংগ্রহালয়, বারাকপুর-এ ০২/০৮/১৯৬৯ তারিখে শ্রী শশধর চৌধুরী কর্তৃক রচিত ও প্রেরিত শিক্ষাসাগর বিষয়ক রচনা।
- গান্ধী সংগ্রহালয়, বারাকপুর-এ ০২/০৮/১৯৬৯ তারিখে বিদ্যাসাগরের সভাপতি শ্রী রাখালচন্দ্র দে কর্তৃক রচিত ও প্রেরিত বিদ্যাসাগর বিষয়ক রচনা।
- অভয় আশ্রম, বিরাটি থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা - অভয় আশ্রম নিবেদন (১৯৭৫ - ১৯৭৮)।

ইংরাজী :

- Bhattacharya, Buddhadeb (1977). *Satyagrahas in Bengal, 1921-1939*, Kolkata.
- Biswas, C. C. (2004). Bengal's Response to Gandhi. Minerva Associates (Publications) Pvt. Ltd., Kolkata.
- Das Gupta, Satis Chandra (1963). *Khadi Pratisthan. Materials for Assesment of the Present Position, Confidential Report*. Kolkata.
- Gandhi, Mahatma. *Collected Works*. The Publications Division, New Delhi, 1958-1984, 90 vols.; Index of Subjects, 1988; Supplementary Volumes I-III, 1989-1993.
- Prayer, Mario (2001). The *Gandhians of Bengal. Nationalism, Social Reconstruction and Cultural Orientations 1920-1942*. Istituti Editoriali Poligrafici Internazionali, Pisa. Roma.
- Ray, Prafulla Chandra (1932). *Message of Khaddar*, Coconada.